তারিখ 21 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

দুইপক্ষের দ্বন্দ্বে ভেঙে পড়েছে কহেলা কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা

■ মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

দু'পক্ষের দ্বন্দ্বে ভেঙে পড়েছে মির্জাপুরের নতুন কহেলা কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা। এছাড়া কলেজটি প্রতিষ্ঠার ১৪ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি।

জানা গেছে, সমাজ সেবক মো. নাসির উদ্দিন বাবুল এলাকার শিক্ষানুরাগী লোকজনের সহযোগিতায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০২ সালে কহেলার বিশাল এলাকায় নতুন কহেলা কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজের শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড পাঠদানের অনুমতিসহ সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের অনুমতি পাওয়ার পর কলেজে ব্যবসা, বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা এবং কারিগরি (বিএম শাখা) ও কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়। ২০১০ সালে প্রথম দফায় কলেজটি এমপিওভুক্ত হলেও দ্বিতীয় দফায় রহস্যজনক কারণে বাদ দেওয়া হয়।

অপরদিকে কলেজের মূল সমস্যা দেখা দিয়েছে অবৈধভাবে অধ্যক্ষ নিয়োগকে কেন্দ্র করে। সাবেক অধ্যক্ষ ইমাম হোসেন মো. ফারুক কলেজে থাকাকালীন প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতির স্বাক্ষর ও চেক জালিয়াতি করে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী ও ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এছাড়া তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় অবস্থা বেগতিক দেখে অধ্যক্ষ ইমাম হোসেন মো. ফারুক ২০১০ সালের ৮ মার্চ পদত্যাগ করে ঢাকার উত্তরার একটি কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকেও তিনি বরখাস্ত হন। এছাড়া তার নামে কলেজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা অভিযোগ রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠাতা মো. নাসির উদ্দিন বাবুল এবং শিক্ষক-কর্মচারীরা অভিযোগ করেন। সম্প্রতি তিনি নিজেকে প্রিন্সিপাল দাবি করে পুনরায় কলেজে যোগদান করতে এলে দেখা দেয় মতবিরোধ। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড ও জেলা প্রশাসকের কাছে মামলা হয়েছে। মামলার কারণে এবং অধ্যক্ষ, প্রতিষ্ঠাতা, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলছে টানাপোড়েন। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন।

এদিকে সাবেক অধ্যক্ষ ইমাম হোসেন মো. ফারুক তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি ষড়যন্ত্রের শিকার। আমার নামে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই।